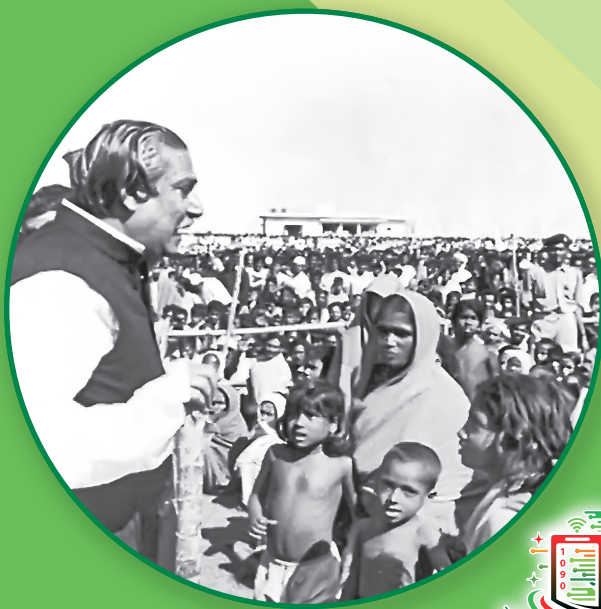




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
www.modmr.gov.bd



জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩

‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়’

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২৫ ফাল্গুন ১৪২৯, ১০ মার্চ ২০২৩

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



বাপী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। প্রায় সারা বছরই বাংলাদেশকে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সঠিক সময়ে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা গেলে এসব দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে জনগণের জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকশেষে কমিয়ে আনা সম্ভব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহীদাতা পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সকল ধরনের দুর্যোগের প্রস্তুতিতে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামীণ রাস্তায় সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রামীণ মাটির রাস্তামুহূ টেকসই করার লক্ষে বেঁচি বেঁচি বস্ত্র করণ, মুজিবকিছা নির্মাণ, উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, জেলা ত্রাণ ওদমা কর্ম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি সজ্জাবহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দুর্যোগ মোকাবিলায়ও স্মার্ট পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবি। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকিহ্রাস কৌশল নির্ধারণ, বিপদাশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুতি দুর্যোগ মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এছাড়া সরকারের সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটাল লিটারারশিপ তৈরি ও অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি, সকলের সফলিত প্রচেষ্টায় যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষে পৃথীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দুর্যোগে জানমাালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ব্যাপকতা প্রমাণ করে দুর্যোগের পূর্ব সতর্কীকরণ ও ঝুঁকিহ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগে পূর্বভাঙ্গা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শাহীদ বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগাম সতর্কবাণী উপকূলীয় সম্ভাব্য উপকৃত এলাকায় জনগণের মাঝে সৌধে দেওয়ার লক্ষে যেকোনো প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা আসার ৩ থেকে ৫ দিন আগেই বন্যার পূর্বভাঙ্গা ও বন্যার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সতর্কবাণী দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী চিন্তায় ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বভাঙ্গা ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র চালু হয়। বন্যার পূর্বভাঙ্গা ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সারাদেশে বর্তমানে সাড়ে তিনশ’ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এরপর কেন্দ্র থেকে বন্যার আগাম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আংশিক বন্যা মোকাবিলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে রিমোট সেনসিং, জিআইএস, রাডার, স্যাটেলাইট তথ্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বন্যা আসার ৩ থেকে ৫ দিন আগেই বন্যার পূর্বভাঙ্গা ও বন্যার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সতর্কবাণী দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নত গণিতিক মডেল ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড় পূর্বভাঙ্গা ও সতর্কতাভাবী প্রদান করা হচ্ছে। দেশবাসীকে আগাম সতর্কবাণী দিতে দেশের ৮টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বঙ্গপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটনিং ডিটেক্টর সেপার বসানো হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গপাতপ্রবণ ১৫টি জেলার ১৫৫ উপজেলায় ৩৩৫টি বঙ্গ নিরোধক দত্ত স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও সারাদেশে ১০ মার্চ পালিত হচ্ছে ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে জনগণ ও সফটওয়্যার সচেতনতা বৃদ্ধি জন্যই এ উদ্যোগ। এবারের উদ্যোগ,

“স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়
দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়”।

বর্তমান সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় এ দেশের মানুষকে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুকে। একই সাথে, প্রতিটি দুর্যোগ হতে যন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করে দুর্যোগ হ্রাসে প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। পৃথীত পদক্ষেপসমূহ যেন টেকসই হয় তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে দুর্যোগে আগাম সতর্কবাণী, টেকসই দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে এগিয়ে যাবে এই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ এনাশুর রহমান, এমপি

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩
“স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়”

শাহীদাতার মাস উত্তর মার্চ। এ মাসের ১০ তারিখ প্রতিবছর পালিত হয় ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’। ১৯৭০ সালে দক্ষিণাঞ্চলে আগ্রা হানা উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) আমরা হারিয়েছি ১০ লক্ষ বাঙালি ভাই ও বোনকে। নির্বচনি প্রচারণা যেকো জাতির পিতা ঘূর্ণিঝড় দুর্ঘট এলাকায় চলে যান। পাকিস্তানিদের শোষণ, অবজ্ঞা, অবহেলা, অসম্মতা, দুশমনতা ও বাঙালি জাতির প্রতি তাদের বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ (১মিলিয়ন) উপকূলীয় বাঙালিকে গ্রাণ হারাতে হয়েছিল।

১৯৭২ সালে শাহীদাতাকে ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যাজ্ঞার (Genocide) মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘকে দক্ষিণ করে বাঙালির শাহীদাতার অকাঙ্ক্ষা ন্যতে ফেরেছিল, কিন্তু বাঙালি এতে খানখনত করার নয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের আবেগে বাঙালি জাতিকে মহাদুর্যোগ (Mega Disaster) পাকিস্তানি দুশমনতা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার মতো উজ্জীবিত করেন। অতঃপর ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে শাহীদাতার যোগা দেন। ঐ দিন থেকেই আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি শুরু হয়। জন্মরুখে শাহীদাতা লাভের পর জাতির পিতা জনঅংশগ্রহণে (Public Participation) নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে তোলেন, যা ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ প্রস্তুতিতে বিশ্ববাসীর জন্য এক অনন্য অঙ্গকালীয় উদ্যোগের সূচি করেন। ভক্তুর অর্থনৈতিক পরিবর্তিত হ্রিদি মারি কিছা, উপকূলীয় বাধ নির্মাণ, সবুজ বনায়ন, সার্কটের কাল্পনিক তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী চিন্তায় ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বভাঙ্গা ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র চালু করা হয়।

বঙ্গবন্ধুই আমাদের মাথা উঠে করে বন্যার মন্ত্র শিখিয়েছেন, দিয়েছেন উন্নয়ন অবস্থা, তারই উত্তরসূরি যুগোপ কন্যা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন জাতির উন্নয়ন অবস্থা। কোনো দুর্যোগেই আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে রাখতে পারবে না। একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই (Sustainable) করার জন্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্ভাব্য বৃদ্ধি অপরিহার্য। দুর্যোগ প্রস্তুতি জাতি গঠনে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা সেক্টরী কার্যক্রমকে সার্বিক উন্নয়ন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে আলো করে ভাবার সুযোগ দেই। এক মিলিয়ন অর্থাৎ ৭ সত্য়া (7 Digit) থেকে আজ ৫০ বছর পরে সাইক্লোন আমাদের দেশে মুহূর্ত এক সংখ্যার (Single Digit) আগ্রহে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭২ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই আমাদের বাঙালি বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ ও উন্নত বাংলাদেশে বিনির্মানে চালিকা শক্তি।

দেশের আর্থনামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১১, দুর্যোগ বিপর্যয় স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র (SOD) ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ-জাতীয় বিধি কেন্দ্র (BNBC) ২০২০ কন নির্দেশে ক্ষেত্রে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ‘স্মার্ট বাংলাদেশে বিনির্মানে উল্লেখযোগ্য দ্রোতত্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে- ক, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ০৫ দিন পূর্বেই বন্যা ও ১০ দিন পূর্বে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বভাঙ্গা প্রদান।

খ, দুর্যোগে আগাম সতর্কবাণী কর্মসূচি নির্দেশিত, বেতার, টেলিভিশন এবং এলাকার মাইকিং ও মোবাইল এলাটের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

গ, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NDMRTI) স্থাপনের মাধ্যমে স্বেচ্ছা সেবক, NGO কর্মী ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

ঘ, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অসম্মত/অসম্মত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১,৬৭,৯২৪ টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও ২৪,৬৩০ টির নির্মাণকার্য চলমান। তাছাড়া ‘স্মার্ট বাংলাদেশে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিবকিছা, সেতু/কালভার্ট, গ্রাণ ওদমা নির্মাণ এবং গ্রামীণ রাস্তামুহূ টেকসইকরণের নির্মিত ইনসিটিউট।

ঙ, দুর্যোগকালীন ভ্রমণ/কাল/মহিলা/শিশুদেরকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়ার জন্য ২৪টি বন্যা/প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ জেলা ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বিতরণ এবং বঙ্গপাত প্রাণহানি কমানোর জন্য ১৫টি জেলার ১৫৫ উপজেলায় ৩৩৫টি বঙ্গনিরোধক দত্ত স্থাপন করা হয়েছে।

চ, ২৪ তম টিউ ভদন কর্তৃক অর্থ-নির্বাপন সক্ষমতার ০৬টি TLT (Turn Table Ladder) বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিসকে প্রদান করা হয় এবং ০৯টি TLT এরপর পাশাপাশি ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সজ্জাবহ গ্রাণ গ্রাণ ২০২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। এছাড়াও ভূমিকম্পসহ বহু ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষে ওদম স্টপ সেন্টার ‘National Emergency Operation Center (NEOC)’ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকরণ দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনসিটিউট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শুরু করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গবেষণা প্রকল্পের জন্য অনুদান প্রদান করছেন। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সর্বকালের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করতে বাংলাদেশে সক্ষম হবে। যে কোনো দুর্যোগে আগাম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করতে পারলেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ‘স্মার্ট হয়ে উঠবে বাংলাদেশ। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর



সভাপতি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর পরিবর্তন ও জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যে কোনো দুর্যোগের ঝুঁকি সতর্কীকরণ করা সম্ভব নয় তবে পূর্বপ্রস্তুতি ও জনসচেতনতা সূচির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করে জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি এটি ধর্মণ্ড ও পাট্টে পাচ্ছে। বিশেষভাবে মতে, সম্ভাব্য ভূত্বকীয় ভূমিকম্পের ভয়াবহতা আমাদের জন্য একটি সতর্কবাণী হিসেবে দেবা থেকে পাঠে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগোষ্ঠীকে ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সরকার ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সচেতনতা বাড়ানো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ওকৃতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছর ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’ পালন করা হয়। এপ্রতি-এক এবং অর্থবছর-মত্বহর এই দুই সময়ে আমাদের দেশে আবহাওয়া জনিত কারণে সূচী দুর্যোগগুলো বেশি হয়। তাই মার্চ মাসে এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা, বিপদাশ্রয় জনগোষ্ঠীকে জনসচেতনতা করা এবং ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জরুরি সাড়াশ্রমে সক্ষমতা গড়ে তোলান। এ বছর ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩’ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- “স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়” যা অত্যন্ত সমরোপযোগী হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশে ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়’ হিসেবে ‘স্মার্ট ডিজিটাল উদ্যোগ’। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে গঠন করেছিলেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এছাড়া ডিএইচএফ/ইউএইচএফ সংযোগের মাধ্যমে উপকূলীয় কোয়ার্টার কণা বর্গার মাধ্যমে ‘স্মার্ট বাংলাদেশের সূচনা করেছিলেন। দুর্যোগকালীন দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্যোগের জরুরি বাতী শৌধাতার জন্য এই ডিএইচএফ/ইউএইচএফ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন ডিএইচএফ/ইউএইচএফ মাধ্যমে জরুরি বাতী শৌধাতার মাঝে। বর্তমানে দেশে ৭৬,১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। বঙ্গবন্ধু উপকূলীয় অঞ্চলে তৈরি করেছিলেন ‘মারি কিছা’ যা পরবর্তীতে ‘মুজিবকিছা’ নামে সকলের দিকট পরিচিত। আজও বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও বঙ্গপাতপ্রবণ এলাকাদলো চিহ্নিত করে আইএটি (IOT) ভিত্তিক লাইটনিং এরেস্টর স্থাপন করা হচ্ছে।

দুর্যোগের আগাম বাতী মোবাইলে বোধগম্য ভাষায় আইডিআর পদ্ধতিতে টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে পাওয়া যায়। যে কোনো স্থান থেকে ১০৯০ ডায়াল করে বোধগম্য ভাষায় বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বভাঙ্গা পাওয়ার মাধ্যমে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারবে। দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি তথ্য প্রেরণের জন্য অনার্লি Emergency Operational Dashboard (EOD) তৈরি করা হয়েছে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ এনাশুর রহমান (অব.), এমপি



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিবছরের ন্যায় দেশব্যাপী ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়’ অত্যন্ত সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে বেসরকারি ডি-উইসহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত টেলিযোগাযোগ দৃষ্টিভঙ্গ স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাাল রক্ষায় সেই সময় উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭২টি উটু মাটির কিছা তৈরি করেন, যা ‘মুজিব কিছা’ নামে পরিচিত।

আগামীকাল জাতির পিতার অসম্মত কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবো। আমাদের সরকারের দুর্যোগ নিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দুর্যোগে প্রাণহানি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিহ্নিত ‘দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াশ্রমে বাস্তবায়ন’ থেকে ‘আগাম ব্যবস্থাপনা’ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি কমেছে। আমরা ‘মুজিব কিছা’কে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করে মানব ও প্রাণিসম্পদের জন্য নিরাপদ ও টেকসই আশ্রয়স্থল করেছি। একইভাবে, পুণর্বাসন সাহায্য নারী স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। আমরা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-তে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছি। ফলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। একারণে স্বেচ্ছায় রেসপন্সিভ স্কাইপার্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্মানসূচক জাতিসংঘে জনসেবা পদক-২০২১ অর্জন করেছে।

দুর্যোগে জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে দেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং বন্যাগ্রহণ ও নদীভাঙ্গন এলাকার টেকসই ও আধুনিক বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো সোহা ও মোরাত এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ক্রমবর্ধমান হারে পৃথীত প্রকল্প, গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি সজ্জাবহ, বঙ্গপাত নিরোধক কর্মসূচি, পৃথীতনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচি ইত্যাদি সামগ্রের পরিচয় ভাড়া মাদনের ভাণ্ডা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

দুর্যোগের আগাম সতর্কবাণী ও টোলমাত্রি কার্যকরী বাতী জ্ঞানকে মোবাইলে ১০৯০ (টোল ফ্রি) Interactive Voice Responsive (IVR) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফলে পৃথীত, বন্যা, বঙ্গপাত, শেতাবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক জনগণকে সুরক্ষিত করে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতেও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বাংলাদেশে এখন রোল মডেল।

ভৌগোলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমরোপযোগী আইন, বিধি, পরিকল্পনা, দুর্যোগ বিপর্যয় স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উপর ওকৃতপূর্ণ কার্যক্রম ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২০৩০’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সালের মধ্যে দুর্যোগ সহনশীল, ক্ষুদ্র-লারিগ্রাম্যুত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সমর্থ হবো, ইশাআল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
শেখ হাসিনা



সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১০ মার্চ যথাযথ র্মাদায় ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩’ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ মুক্তিযাণর বাঙালি জাতি শাহীদাতা মুখে বাণীয়ে পড়েছিল। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা থেকেই বঙ্গবন্ধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বপ্রথম সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাদ দুরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশে দুর্যোগগ্রবণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা, নীতি কৌশল প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সরকারি-সেবাকারি অংশীদারিত্বের ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ‘রোল মডেল’ হিসেবে বাংলাদেশে সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে।

‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩’-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়’-মার সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যোজিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ ধারণা এবং এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মিল রয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলো মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে নিম্নিত বিরতিতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, বঙ্গপাত, নদীভাঙ্গন এবং ভূমিকম্পের মতো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

দুর্যোগে যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি ক্ষয়ক্ষতি অনেকশেষে কমিয়ে আনে। বন্যার পূর্বভাঙ্গা বাস্তু আধুনিকীকরণ, ভূমিকম্প ও হাওড়ের বন্যা মোকাবিলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প মোকাবিলায় আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম ত্রাণ এবং মহড়ার আয়োজন, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় দুগোপযোগী সরঞ্জাম ত্রাণ, জানমাালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বহুমুখী প্রবেশগম্য উদ্ধারকারী সৌখ্যসহ আধুনিক উদ্ধার যন্ত্রপাতি ত্রাণ, টোলমাত্রি আবহাওয়া বাতী প্রদান (১০৯০ নম্বর), ইনসিটো সেন্সার নির্মাণ, বঙ্গপাতের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে ওদম স্টপ সেন্টার হিসেবে National Emergency Operation Center (NEOC) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশে বিনির্মানে লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তার সঙ্গে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রণয়িত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রমের যজ্ঞতা ও অবগতির উপর এ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত ওকৃতপূর্ণ অগ্রাধার করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেন্সারী-কাঠামো (SFDRR)-এর অর্জন ফল অর্জনে এগিয়ে যাবে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠায় অন্যদ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণামূলক জ্ঞানসমৃদ্ধ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ‘Whole of Society Approach’ অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ তথা বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে যুগপ্রতিষ্ঠার করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ কামরুল হাসান এন/জিপি



যে কোনো মোবাইল থেকে ১০৯০-তে ফোন দিন, বিনামূল্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্যসেবা নিন